কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১৫ অক্টোবর, ২০১৮ ২৩:৩৪

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু ১ নভেম্বর

পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে প্রশ্নের সেট নির্ধারণ

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১ নভেম্বর, শেষ হবে ১৫ নভেম্বর। এবারও গত বছরের মতো পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদের আসন গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষা শুরুর ২৫ মিনিট আগে এসএমএসের মাধ্যমে কোন সেটে পরীক্ষা হবে তা কেন্দ্র সচিবকে জানানো হবে।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন জেএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০১৮ উপলক্ষে জাতীয় মনিটরিং এবং আইন-শৃঙ্খলাসংক্রান্ত কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নির্ভেজাল, প্রশ্ন ফাঁসমুক্ত, নকলমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে যা যা করা দরকার, সেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুযোগ থাকবে না। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা বোর্ড এবং মাঠ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অভিভাবক ও পরীক্ষায় যাঁরা দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন বলে আশা করছি।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন বলেন, 'নির্বাচন সামনে রেখে অনেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব ছড়ানোর চেষ্টা করতে পারে। তাই আমরা অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন করেছি। গতবারও ছোট বিষয় নিয়ে বড় ধরনের পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। কোনো ঘটনাকে পুঁজি করে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না।'

তিনি বলেন, 'আপনারা কোটা আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে দেখেছেন। এমনভাবে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানো হয়, তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের কিছু করার থাকে না। কেউ কেউ এসব ঘটনা বাজেভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করে। সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করেছে। এসব বিষয়ে প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে। গুরুত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মু. জিয়াউল হক বলেন, 'পরীক্ষাকেন্দ্রের আশপাশে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে যাতে জটলা সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে কেন্দ্রসচিবদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।'

পুলিশের পক্ষ থেকে মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) শেখ নাজমুল আলম বলেন, 'পরীক্ষাকেন্দ্র এলাকায় অভিভাবক ও অন্য কারো জটলা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা দরকার। অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।'

বৈঠকে জানানো হয়, কেন্দ্রসচিব ক্যামেরাবিহীন একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। অন্য কেউ কোনো প্রকার মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস ও গুজবকারীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি থাকবে।

সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২,